গঠনতন্ত্র

উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪

রোড নং - ৬/এ, উত্তরা মডেল টাউন ঢাকা-১২৩০।

উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর ৪ এর গঠনতন্ত্র

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু		পৃষ্ঠা
১.০	প্রস্তাবনা।	১
২.০	শিরোনাম, কার্য-এলাকা ও কার্যালয়।	১
৩.০	সংজ্ঞা	১
৪.০	সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।	৩
৫.০	সদস্যপদ ।	৪
৬.০	চাঁদা, ফি ও সার্ভিস চার্জ।	৪
৭.০	সমিতির গঠন।	৫
৮.০	নির্বাহী কমিটি গঠন।	৫
৯.০	নির্বাহী কমিটির নির্বাচন।	৬
১০.০	ভোটার হবার যোগ্যতা।	৯
১১.০	দায়িত্ব হস্তান্তর	৯
১২.০	সদস্যদের পদত্যাগ ।	৯
১৩.০	সদস্যপদের অবসান ।	১০
১৪.০	অনাস্থা প্রস্তাব।	১১
১৫.০	সমিতির সভা ।	১১
	১৫.১ বার্ষিক সাধারণ সভা।	১১
	১৫.২ বিশেষ সাধারণ সভা।	১২
	১৫.৩ নির্বাহী কমিটির সভা।	১২
	১৫.৪ তলবী সভা।	১৩
১৬.০	সভার সভাপতিত্ব, কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করণ ।	১৩
১৭.০	সভার নোটিশ।	১৪
১৮.০	সমিতির তহবিল।	১৪

উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর ৪ এর গঠনতন্ত্র

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু		পৃষ্ঠা
১৯.০	বাজেট।	১৫
২০.০	সমিতির প্রতিনিধিত্ব।	১৬
২১.০	নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা।	১৬
	২১.১ সভাপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা।	১৬
	২১.২ সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা।	১৭
	২১.৩ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা।	১৭
	২১.৪ কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব ও ক্ষমতা।	১৮
	২১.৫ সহ-সম্পাদকদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা।	১৮
	২১.৬ নির্বাহী সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ।	১৯
২২.০	সদস্যের অধিকার ।	১৯
২৩.০	গঠনতন্ত্রের সংশোধন।	১৯
২৪.০	বিধি-উপবিধি ।	২০
২৫.০	সমিতির পতাকা ও প্রতীক ।	২০
২৬.০	সমিতির সংবিধান রতিকরণ ও হেফাজত।	২০
২৭.০	সমিতির বিলুপ্তি ।	২১
২৮.০	প্রথম সংশোধনী ঃ ২০১২ সালের অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত	২২
২৯.০	দ্বিতীয় সংশোধনী ঃ ২০১৯ সালের অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ সাধারণ সভায় অনুমোদিত	২৫

উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর ৪ এর গঠনতন্ত্র

১.০ প্রস্তাবনা।

আমরা ঢাকা মেট্রোপলিটন শহরে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক ঘোষিত এবং চিহ্নিত উত্তরা আবাসিক মডেল টাউনস্থ সেক্টর-৪ এর প্লট, বাড়ি/ফ্ল্যাট মালিকগণ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি, সম্প্রীতি ও আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলা ও বজায় রাখা, নাগরিক সুবিধাদি ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা এবং পরস্পরের উপকার ও কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে এতদ্বারা একটি কল্যাণ সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম এবং উক্ত সমিতির এই গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে সমবেতভাবে গ্রহণ করলাম। এটি একটি অরাজনৈতিক, অবানিজ্যিক এবং কল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং উত্তরা আবাসিক মডেল টাউনের বিভিন্ন সেক্টরের কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত উত্তরা এসোসিয়েশনের (রেজিস্টার্ড নং ঢ-০৩৭৪৪) অঙ্গ সংগঠন ।

২.০ শিরোনাম, কার্য-এলাকা ও কার্যালয়।

২.১ এই সমিতি "উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর ৪" নামে অভিহিত হবে।

২.২ এই সমিতির কার্য-এলাকা ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার উত্তরা মডেল টাউনস্থ সেক্টর-৪ এর ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বিস্তৃত থাকবে।

২.৩ সমিতির কার্যালয় উত্তরা মডেল টাউন সেক্টর-৪, ঢাকা-১২৩০ এ অবস্থিত হবে।

৩.০ সংজ্ঞা।

বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে এই গঠনতন্ত্রে :-

৩.১ **"অনুচ্ছেদ"** অর্থ এই গঠনতন্ত্রের কোন অনুচ্ছেদ।

৩.২ **"এলাকা"** অর্থ উত্তরা আবাসিক মডেল টাউন এর সেক্টর-৪।

৩.৩ **"কর্মকর্তা"** অর্থ নির্বাহী কমিটির নির্বাহী সদস্য ব্যতীত অন্য সকল পদধারী এবং ক্ষেত্র বিশেষে কোন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনরত নির্বাহী সদস্য।

৩.৪ **"কোষাধ্যক্ষ"** অর্থ নির্বাহী কমিটির কোষাধ্যক্ষ, যিনি সমিতিরও কোষাধ্যক্ষ এবং কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনরত নির্বাহী কমিটির অন্য কোন সদস্য।

৩.৫ **"গঠনতন্ত্র"** অর্থ উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর ৪ এর গঠনতন্ত্র ।

৩.৬ **"চাঁদা ও ফি"** অর্থ সমিতি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত সদস্যদের দেয়া বার্ষিক চাঁদা ও ভর্তি ফি ।

৩.৭ **"তহবিল"** অর্থ উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর ৪ এর তহবিল।

৩.৮ **"নির্বাচন"** অর্থ নির্বাহী কমিটির নির্বাচন।

৩.৯ **"নির্বাচন কমিশন"** অর্থ এই গঠনতন্ত্রের ৯.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্বাচন কমিশন।

৩.১০ **"নির্বাহী কমিটি"** অর্থ এই গঠনতন্ত্রের ৭.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত দায়িত্ব সম্পন্ন এবং ৮.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর ৪ এর নির্বাহী কমিটি।

৩.১১ **"নির্বাহী সদস্য"** অর্থ সমিতির নির্বাহী কমিটির কোন নির্বাহী সদস্য।

৩.১২ **"পোলিং এজেন্ট"** অর্থ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোন প্রার্থীর অথবা প্যানেলের মনোনীত প্রতিনিধি যিনি একজন ভোটারও বটে।

৩.১৩ **"প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী"** অর্থ নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থী ।

৩.১৪ **"প্রধান নির্বাচন কমিশনার"** অর্থ এই গঠনতন্ত্রের ৯.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্বাচন কমিশনের প্রধান।

৩.১৫ **"প্রার্থী"** অর্থ সমিতির কোন সদস্য যিনি নির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তা অথবা নির্বাহী সদস্য পদের নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন।

৩.১৬ **"ভোটার"** অর্থ সমিতির নির্বাচনে ভোটদানে যোগ্য সদস্য।

৩.১৭ **"রাজউক"** অর্থ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

৩.১৮ **"সদস্য"** অর্থ সমিতির সাধারণ সদস্য।

৩.১৯ **"সদস্যপদ"** অর্থ সমিতির সাধারণ সদস্যপদ।

৩.২০ **"সভাপতি"** অর্থ নির্বাহী কমিটির সভাপতি যিনি সমিতিরও সভাপতি এবং সভাপতির দায়িত্ব পালনরত সিনিয়র সহ-সভাপতি অথবা সহ-সভাপতি ।

৩.২১ **"সমিতি"** অর্থ উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর ৪ ।

৩.২২ **"সরকার"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং এর কোন অঙ্গ প্রতিষ্ঠান।

৩.২৩ **"সহ-সাধারন সম্পাদক"** অর্থ নির্বাহী কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক যিনি সমিতিরও সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং সহ-সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনরত নির্বাহী কমিটির অন্য কোন সদস্য।

৩.২৪ **"সংবিধান"** অর্থ উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর ৪ এর ১৯৯১ সনে প্রণীত ও গৃহীত সংবিধান।

৩.২৫ **"সাধারণ পরিষদ"** অর্থ গঠনতন্ত্রের ৭.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত দায়িত্ব সম্পন্ন উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর ৪ এর সাধারণ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত পরিষদ।

৩.২৬ **"সাধারণ সম্পাদক"** অর্থ নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক যিনি সমিতিরও সাধারণ সম্পাদক এবং সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনরত নির্বাহী কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক অথবা নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য।

৩.২৭ **"সার্ভিস চার্জ"** অর্থ সমিতি প্রদত্ত কোন সার্ভিসের জন্য সমিতি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অর্থ যা সার্ভিস গ্রহণকারী কর্তৃক দেয়।

৩.২৮ **"সেক্টর"** অর্থ উত্তরা মডেল টাউন এর সেক্টর-৪।

৪.০ সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সমিতির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে:-

৪.১ অরাজনৈতিক, অবানিজ্যিক ও কল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসাবে উত্তরা মডেল টাউন সেক্টর-৪ এর প্লট, বাড়ি/ফ্ল্যাট মালিকগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলা ও বজায় রাখা এবং এলাকার সর্বাংগীন উন্নতি সাধন করা ।

৪.২ এলাকায় চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, অপহরণসহ সকল অসামাজিক কর্মকান্ড, উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈতিক অবক্ষয় রোধকল্পে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।

৪.৩ এলাকার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রক্ষার্থে প্লট, বাড়ি/ফ্ল্যাট থেকে বর্জ্য অপসারণ করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত "বর্জ্য ডাম্পিং হাউজে" জমা করা।

৪.৪ সমিতির সদস্যদের নাগরিক সুবিধাদি ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা এবং সদস্য ও তাদের ভাড়াটিয়াদের মধ্যে বিরোধ নিস্পত্তিতে সহায়তা করা।

৪.৫ সেক্টরে পানি, বিদ্যুত, গ্যাস, টেলিফোন, পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন, আবর্জনা দূরীকরণ, রাস্তা তৈরী ও মেরামত, রাস্তার বাতি, যাতায়াত ব্যবস্থা, পৌরকর, জমির খাজনা, ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সংগে যোগাযোগ করা এবং সদস্যদের প্রাপ্য ও প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধাদি আদায় করা।

৪.৬ সেক্টরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, উপাসনালয়, পাঠাগার, কবরস্থান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, খেলার মাঠ, ঈদগাহ্, পার্ক, শিশু পার্ক, ইত্যাদি স্থাপন, উন্নয়ন, সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এবং অনুমতিক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪.৭ সেক্টরের নির্মল ও নান্দনিক পরিবেশ গড়ে তোলা ও বজায় রাখার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৪.৮ সদস্যদের বিনোদনের জন্য পিকনিক, পারিবারিক সম্মেলন, খেলাধূলা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উন্নয়নমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অনুষ্ঠানমালার আয়োজন ও উদ্‌যাপন করা।

৪.৯ ব্যক্তি বা সংস্থার সহযোগিতাক্রমে গ্রন্থাগার স্থাপন করা, সাময়িকী প্রকাশ করা, সম্মেলন, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা, সামাজিক কর্মকান্ড সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রচার করা এবং জাতীয় প্রয়োজনে সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪.১০ সেক্টরে অননুমোদিত দোকানপাট, গুদাম, গ্যারেজ, বস্তি, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, শিল্পকারখানা এবং অন্যান্য অসামাজিক ও অস্বাস্থ্যকর স্থাপনা গড়ে উঠার বিরুদ্ধে

এবং ঐ সকল স্থাপনা উচ্ছেদকল্পে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সহায়তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং নির্মল পরিবেশ রক্ষার্থে মশক নিধন, রাস্তাঘাট, নর্দমা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা।

৪.১১ এই গঠনতন্ত্রে উল্লেখ করা হয় নি, কিন্তু সদস্যদের বৃহত্তর স্বার্থে উপযুক্ত কার্যাদি সম্পাদনের এবং সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রসারিত করতে সহায়ক বলে বিবেচিত অন্য যে কোন বিধি সম্মত কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৫.০ সদস্যপদ।

৫.১ এই গঠনতন্ত্রের বিধানাবলী সাপেক্ষে সেক্টরের প্রতিটি প্লট, বাড়ি/ফ্ল্যাটের বৈধ মালিক বা ক্ষেত্র বিশেষে (যেমন স্থায়ীভাবে বিদেশে অবস্থান, পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী, ইত্যাদি) তার বৈধ উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে আইনানুগভাবে মনোনীত প্রতিনিধি সমিতির সদস্য হবার যোগ্য হবেন ।

৫.২ সকল সদস্য, এই গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী তাঁদের সদস্য পদের অবসান না ঘটলে, যতদিন ইচ্ছা করবেন ততদিন তারা অনুরূপ সদস্য থাকবেন।

৫.৩ সদস্যপদের জন্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রণীত আবেদন ফরম পূরণ করে সাধারণ সম্পাদকের নিকট দাখিল করতে হবে।

৫.৪ নিবন্ধিত হওয়ার সময় প্রত্যেক সদস্য গঠনতন্ত্র মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিবেন এবং সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত ভর্তি ফি ও বার্ষিক চাঁদা সমিতির তহবিলে নিয়মিত প্রদান করবেন।

৫.৫ সদস্যপদের আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে জমা না দিলে এবং তৎসঙ্গে ৫.৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ধার্য অর্থ জমা না করলে সদস্যপদের আবেদনপত্র বিবেচনা করা হবে না।

৫.৬ সদস্যপদে ভর্তির জন্য আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখান করার বিষয়ে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য হবে, তবে আবেদন প্রত্যাখান করার কারণ সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে অবহিত করা হবে এবং উপযুক্ত কারণ দর্শিয়ে আবেদনকারী তাঁর আবেদন পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করতে পারবেন।

৬.০ চাঁদা, ফি ও সার্ভিস চার্জ।

৬.১ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অন্যরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলে একজন সাধারণ সদস্য সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক চাঁদা প্রতি বছর সর্বশেষ ৩১ অক্টোবর তারিখের মধ্যে পরিশোধ করবেন।

৬.২ কোন সদস্য সমিতি ত্যাগ করলে অথবা কোন কারণবশতঃ তার সদস্য পদের অবসান হলে তাঁকে কোন ফি বা চাঁদা ফেরৎ দেয়া হবে না।

৬.৩ এলাকার নিরাপত্তা, পরিবেশ নির্মল ও পরিচ্ছন্ন রাখা, মশক নিধন, ইত্যাদির ব্যয় বহনকল্পে সমিতি কর্তৃক সময়ে সময়ে ধার্যকৃত মাসিক সার্ভিস চার্জ সকল সদস্য ও সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তি নিয়মিত পরিশোধ করবেন।

৭.০ সমিতির গঠন ।

৭.১ এই সমিতি একটি সাধারণ পরিষদ এবং একটি নির্বাহী কমিটি সমন্বয়ে গঠিত হবে ।

৭.২ সাধারণ পরিষদ সমিতির সকল সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে এবং সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবে ।

৭.৩ সমিতির বিভিন্ন বিষয় ও কার্যাবলী সংক্রান্ত সাধারণ নির্দেশনা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব নির্বাহী কমিটিতে ন্যস্ত থাকবে। এই কমিটি সমিতির পক্ষে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করবে এবং সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে।

৮.০ নির্বাহী কমিটি গঠন।

৮.১ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ও নির্বাহী সদস্যসহ মোট ২১ (একুশ) জন সদস্য নিয়ে নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে, যথা:-

৮.১.১	সভাপতি	১ জন
৮.১.২	সিনিয়র সহ-সভাপতি	১ জন
৮.১.৩	সহ-সভাপতি	১ জন
৮.১.৪	সাধারণ সম্পাদক	১ জন
৮.১.৫	কোষাধ্যক্ষ	১ জন
৮.১.৬	সহ-সাধারণ সম্পাদক	২ জন
৮.১.৭	নির্বাহী সদস্য	১৪ জন

৮.২ দুই বছর মেয়াদী নির্বাহী কমিটির কার্যকাল ১ জানুয়ারী হতে পরবর্তী বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হবে। যদি ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোন বিশেষ কারণ বশতঃ নির্ধারিত/ঘোষিত সময়ে পরবর্তী মেয়াদের নির্বাহী কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না, তা হলে বর্তমান নির্বাহী কমিটির মেয়াদের মধ্যে একটি বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করে বর্তমান নির্বাহী কমিটির অথবা একটি এডহক কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত সমিতির কর্মকান্ড পরিচালনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। তবে নির্বাহী কমিটির মেয়াদ উর্ত্তীনের অথবা এডহক কমিটি গঠনের ৩০ দিনের

মধ্যে নির্বাচন কমিশন অবশ্যই পরবর্তী মেয়াদের নির্বাহী কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে।

৮.৩ নির্বাহী কমিটির মেয়াদের মধ্যে নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য একযোগে পদত্যাগ করলে গঠনতন্ত্রের ৮.২ অনুচ্ছেদের বিধান প্রযোজ্য হবে।

৮.৪ আদালত বা সরকার কর্তৃক কোন কারণে নির্বাচন স্থগিত হলে অথবা কমিটি বাতিল ঘোষিত হলে উক্ত আদালত/ সরকারের নির্দেশানুসারে সমিতির কর্ম-কান্ড পরিচালিত হবে।

৮.৫ সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্বাহী কমিটি যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করবে সেরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সাব-কমিটি গঠন করতে পারবে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য উপযুক্ত সদস্য ও ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এক/একাধিক উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে পারবে।

৯.০ নির্বাহী কমিটির নির্বাচন।

৯.১ নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা এবং নির্বাহী সদস্য সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। কোন সদস্য নির্বাহী কমিটির নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না, যদি তিনি:-

৯.১.১ এলাকায় বসবাস না করেন।

৯.১.২ ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সদস্যের বার্ষিক চাঁদা, নিরাপত্তা ও পরিবেশ-পরিচ্ছন্ন বাবদ মাসিক সার্ভিস চার্জ হাল নাগাদ পরিশোধ করে না থাকেন।

৯.১.৩ নির্বাচন বছরে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সদস্যভুক্ত না হয়ে থাকেন।

৯.২ সমিতির সদস্যদের মধ্য হতে প্রত্যেক মেয়াদকালের জন্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নূন্যতম দুইজন ও অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার অথবা কোন নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদাধিকারবলে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অবর্তমানে বয়োজ্যেষ্ঠ নির্বাচন কমিশনার প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করবেন। তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অথবা অন্য কোন কমিশনারের পদশূন্য হলে নির্বাহী কমিটি নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার/নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করতে পারবে। পরবর্তী মেয়াদের জন্য নতুন নির্বাচন কমিশন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান নির্বাচন কমিশন বলবৎ থাকবে।

৯.৩ নির্বাচন অনুষ্ঠানকল্পে নির্বাচন কমিশন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে যথাসময়ে নির্বাহী কমিটির নির্বাচনের জন্য একটি নির্বাচনী তফসিল প্রস্তুত করবে; যাতে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পেশ, মনোনয়নপত্র বাছাই, আপিল দায়ের, আপিলের শুনানী, মনোনয়ন ঘোষণা, প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং ভোট গ্রহণের স্থান ও দিন-তারিখ সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকবে। নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সরবরাহকৃত হাল নাগাদ সদস্য তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন খসড়া/চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবে এবং হালনাগাদ ভোটার তালিকাসহ নির্বাচনী তফসিল নির্বাচন অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে সমিতির কার্যালয়ের নোটিশবোর্ডে টাংগিয়ে দেবে এবং নির্বাচনী তফসিল অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠানের একটি নোটিশ জারী করবে এবং নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

৯.৪ নির্বাহী কমিটির নির্বাচন নির্বাহী কমিটির মেয়াদকালের শেষ বছরের ২৫ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে হবে। নির্বাচন কমিশন যথাযথভাবে নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নির্বাচন বিষয়ে নির্বাহী কমিটি নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

৯.৫ নির্বাহী কমিটিতে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর সাক্ষরযুক্ত নির্ধারিত মনোনয়নপত্র একজন সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবকৃত ও দুইজন সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হতে হবে এবং নির্বাচনী তফসিল অনুসারে রিটার্নিং অফিসারের নিকট নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ধার্য ফি (যদি থাকে) সমেত দাখিল করতে হবে।

৯.৬ কোন সদস্য একাধিক পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না এবং কোন সদস্য নির্বাহী কমিটির বিভিন্ন পদের পদ সংখ্যার অধিক প্রার্থীর নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করতে পারবেন না।

৯.৭ ভোট গ্রহণকালে প্রত্যেক ভোটার ভোট কেন্দ্রে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে প্রতিটি পদের জন্য একটি করে ভোট দিতে পারবেন এবং কোন প্রক্সি ভোট দেয়া যাবে না বা গৃহীত হবে না।

৯.৮ ভোটারগণ নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থা মতে ব্যালটের মাধ্যমে গোপনে ভোট প্রদান করবেন।

৯.৯ রিটার্নিং অফিসার তাঁর নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র সমূহ প্রার্থী অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধির (যদি থাকে) উপস্থিতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন এবং তদভিত্তিতে তা গ্রহণ বা বাতিল করবেন।

৯.১০ কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে গেলে, তিনি নির্বাচন কমিশনের নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল করতে পারবেন। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৯.১১ কোন প্রার্থী, মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের জন্য ধার্য দিবসে বা তৎপূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট লিখিত আবেদনক্রমে তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন।

৯.১২ নির্বাহী কমিটির কোন পদের জন্য বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা সংশ্লিষ্ট পদ সংখ্যার অধিক না হলে নির্বাচন কমিশন ঐ সকল প্রার্থীকে যথাযথভাবে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবে। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ব্যতীত নির্বাহী কমিটির কোন পদের জন্য বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী পাওয়া না গেলে বা আদৌ কোন প্রার্থী না থাকলে, এ রূপ শুন্যপদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে উক্ত শূন্যতা আকস্মিক পদশূন্যতা হিসাবে গণ্য হবে এবং তা নব-নির্বাচিত নির্বাহী কমিটি কো-অপশনের মাধ্যমে পূরণ করতে পারবে। সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী পাওয়া না গেলে বা আদৌ কোন প্রার্থী না থাকলে, নির্বাচন কমিশন এ দুটি শুন্যপদে নির্বাচনের জন্য পুনঃ তফসিল ঘোষনা করবে।

৯.১৩ নির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তা অথবা নির্বাহী সদস্য পদের জন্য বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যার অধিক হলে কেবলমাত্র এসব পদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণ করা হবে।

৯.১৪ ভোট গ্রহণ ও গণনাকালে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/ পোলিং এজেন্ট ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

৯.১৫ রিটার্নিং অফিসার ভোট গণনার ফলাফল চার ফর্দে লিপিবদ্ধ করবেন। নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণার পর রিটার্নিং অফিসার ফলাফলের একটি ফর্দ বর্তমান সাধারণ সম্পাদককে ও একটি ফর্দে নব-নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদককে হস্তান্তর করবেন, আর একটি সমিতির প্রধান কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টাংগিয়ে দেবেন এবং চতুর্থ ফর্দটি তিনি নিজে রাখবেন ।

৯.১৬ নির্বাচনে একই পদের জন্য দুই বা ততোধিক প্রার্থী সম-সংখ্যক ভোট পেলে নির্বাচন কমিশন লটারীর মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণ করবে।

৯.১৭ নির্বাহী কমিটির নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণার পর অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করবে।

৯.১৮ নির্বাচন এবং ভোট গ্রহণ সংক্রান্ত যে সকল বিষয়ে এই গঠনতন্ত্রে কোন বিধান করা হয় নাই, সে সকল বিষয়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ঘোষিত পদ্ধতিতে নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত ও সম্পন্ন করা হবে।

১০.০ ভোটার হবার যোগ্যতা ।

১০.১ সমিতির সকল সদস্য ভোটদানের যোগ্য হবেন যদি তিনি:-

১০.১.১ নির্বাচন বছরের ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সমিতির বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করে থাকেন।

১০.১.২ নির্বাচন বছরের ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মাসিক নিরাপত্তা ও পরিবেশ-পরিচ্ছন্ন বাবদ সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করে থাকেন।

১০.১.৩ নির্বাচন বছরের সর্বশেষ ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সদস্যপদ লাভ করে থাকেন এবং সমিতির নিরাপত্তা ও পরিবেশ- পরিচ্ছন্ন বাবদ সার্ভিস চার্জ হাল নাগাদ পরিশোধ করে থাকেন।

১১.০ দায়িত্ব হস্তান্তর ।

১১.১ বিদায়ী নির্বাহী কমিটি কর্তৃক দায়িত্ব হস্তান্তর এবং নব-নির্বাচিত কমিটি কর্তৃক তা গ্রহণ বিদায়ী কমিটির মেয়াদের শেষ তারিখে হতে হবে। বিদায়ী কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নব-নির্বাচিত কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ তাদের স্ব স্ব কমিটির ও পদের প্রতিনিধিত্ব করবেন। যদি কোন কারণ বশতঃ বিদায়ী নির্বাহী কমিটির মেয়াদের শেষ তারিখে দায়িত্ব হস্তান্তর না হয় তা হলে নব-নির্বাচিত কমিটি বিদায়ী কমিটির মেয়াদের শেষ তারিখের পর দিন হতে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বলে গণ্য করা হবে। সেক্ষেত্রে বিদায়ী কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর না করা পর্যন্ত এর মেয়াদকালের সকল হিসাব নিকাশের জন্য সর্বতোভাবে দায়ী থাকবে।

১১.২ বিদায়ী নির্বাহী কমিটি সমিতির সকল সম্পদ, পরিসম্পদ, দায়-দেনা, নথিপত্র, ইত্যাদির একটি তালিকা (সংশ্লিষ্ট সকল কাগজ-পত্রসহ) প্রস্তুত করবে এবং উক্ত তালিকা এবং নিরীক্ষিত হিসাব-নিকাশ অনুযায়ী নব-নির্বাচিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের নিকট হস্তান্তর করবে এবং হস্তান্তর-গ্রহণ দলিলে উভয় পক্ষই স্বাক্ষর করবে।

১২.০ সদস্যদের পদত্যাগ।

১২.১ কোন সদস্য ক্ষেত্রমত সমিতি অথবা নির্বাহী কমিটি হতে পদত্যাগ করতে ইচ্ছা করলে তিনি সাধারণ সম্পাদকের বরাবরে এক মাসের লিখিত নোটিশ দিবেন। তবে শর্ত থাকে যে সাধারণ সম্পাদক পদত্যাগ করতে ইচ্ছা করলে তিনি সভাপতি বরাবরে লিখিতভাবে পদত্যাগ করবেন । অনুরূপভাবে সভাপতি পদত্যাগ করতে ইচ্ছা করলে তিনি সাধারণ সম্পাদকের বরাবরে

পদত্যাগ পত্র পেশ করবেন।

১২.২ নির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তা অথবা সদস্য পদত্যাগ পত্র পেশ করলে তা নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় বিবেচনার জন্য পেশ করা হবে। পদত্যাগ গৃহীত হলে কমকর্তার ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী দায়িত্ব অর্পিত হবে এবং নির্বাহী সদস্যের ক্ষেত্রে আকস্মিক শূন্যপদটি অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য সমিতির সদস্যগণের মধ্য হতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক কো-অপশনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে। এরূপ শূন্য পদ পদত্যাগ পত্র গৃহীত হওয়ার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পূরণ করতে হবে।

১২.৩ নির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তা বা সদস্য পদত্যাগ পত্র পেশ করলে তা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পযন্ত কার্যকর হবে না।

১২.৪ নির্বাহী কমিটির সকল কর্মকর্তা ও সদস্য একযোগে পদত্যাগ করতে চাইলে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান করে পদত্যাগ করবেন। পদত্যাগ গৃহীত হলে গঠনতন্ত্রের ৮.২ ও ১১.০ অনুচ্ছেদের বিধান প্রযোজ্য হবে।

১৩.০ সদস্যপদের অবসান।

১৩.১ সমিতির সদস্যপদের অবসান হবে যদি কোন সদস্য-

১৩.১.১ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

১৩.১.২ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমিতিকে তাঁর প্রদেয় বার্ষিক সদস্য ফি পরিশোধ না করেন।

১৩.১.৩ সমিতির গঠনতন্ত্রের বিধানাবলীর পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত হন।

১৩.১.৪ নির্বাহী কমিটির পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে সমিতির পক্ষ হতে কোন সংবাদ, বিজ্ঞপ্তি অথবা অন্য কোন বিবৃতি প্রদান করেন ।

১৩.১.৫ মৃত্যুবরণ করেন।

১৩.২ নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা বা সদস্যপদের অবসান হবে যদি নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য :-

১৩.২.১ পদত্যাগ করেন।

১৩.২.২ বৈধ কারণ ব্যতিরেকে নির্বাহী কমিটির উপর্যুপরি চারটি সভায় যোগদান না করেন ।

১৩.২.৩ মৃত্যুবরণ করেন।

১৩.৩ অনুচ্ছেদ ১৩.১.১, ১৩.১.৫, ১৩.২.১, এবং ১৩.২.৩ এ বর্ণিত কারণে সদস্যপদের অবসান নির্বাহী কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যকর হবে।

১৩.৪ অনুচ্ছেদ ১৩.১.২, ১৩.১.৩, ১৩.১.৪ এবং ১৩.২.২ এ বর্ণিত কারণে সদস্যপদের অবসান ঘটবে না, যদি সংশ্লিষ্ট সদস্যকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করা না হয় এবং এতদমর্মে নির্বাহী কমিটির সভায় কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হয় ।

১৩.৫ সদস্যপদের অবসান হলেও, এরূপ পদচ্যুতির পূর্বে উক্ত সদস্যের নিকট সমিতির কোন চাঁদা, ফি ইত্যাদি পাওনা থাকলে তার দায় হতে তিনি অব্যাহতি পাবেন না, যদি নির্বাহী কমিটি অন্যরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে।

১৩.৬ অনুচ্ছেদ ১৩.১.১, ১৩.১.২, ১৩.১.৪, ১৩.২.১ এবং ১৩.২.২ এর অধীনে বর্ণিত বিধান মোতাবেক পদত্যাগী/পদচ্যুত কোন সদস্যকে নির্বাহী কমিটি যে কোন সময়ে পুনরায় সদস্যপদে বহাল করতে পারবে।

১৪.০ অনাস্থা প্রস্তাব ।

নির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে উপযুক্ত কারণ দর্শিয়ে অনাস্থা প্রস্তাব আনা যাবে। সমিতির মোট সাধারণ সদস্যের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশের স্বাক্ষরিত অনাস্থা প্রস্তাব সমিতির সভাপতি বরাবর পেশ করতে হবে। এরূপ অনাস্থা প্রস্তাব প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করতে হবে। বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত সমিতির মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য দ্বারা অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদিত হলে কমিটি তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমতাচ্যুত হবে এবং সেই ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের ৮.২ ও ১১.০ অনুচ্ছেদের বিধান প্রযোজ্য হবে।

১৫.০ সমিতির সভা।

১৫.১ বার্ষিক সাধারণ সভা।

১৫.১.১ প্রতি বৎসর ডিসেম্বরে মাসে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ সভা নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হবে এবং সভায় বার্ষিক প্রতিবেদন, কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদনসহ চলমান বছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত নিরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব, সম্পূরক বাজেট এবং পরবর্তী বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপিত হবে। এ ছাড়াও সভার নোটিশে প্রজ্ঞাপিত অন্যান্য কার্যাবলী (যদি থাকে) নিষ্পন্ন হবে।

১৫.১.২ বার্ষিক সাধারণ সভার ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদক অথবা সভাপতির স্বাক্ষরিত নোটিশ কমপক্ষে ১৪ (চৌদ্দ) দিন পূর্বে জারী করতে হবে।

১৫.১.৩ বার্ষিক সাধারণ সভার কোরাম হওয়ার ক্ষেত্রে সমিতির মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে এক-পঞ্চমাংশ সদস্যকে সভায় উপস্থিত থাকতে হবে। বার্ষিক সাধারণ সভার ধার্য সময়ের মধ্যে কোরাম না হলে

সভাপতি উক্ত সভা ৩০ (ত্রিশ) মিনিটের জন্য মুলতবী করবেন এবং এরূপ মুলতবী সভায় কমপক্ষে ৬০ (ষাট) জন সদস্যের উপস্থিতি কোরাম হিসাবে গণ্য হবে। বার্ষিক সাধারণ সভার সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হবে।

১৫.২ বিশেষ সাধারণ সভা।

১৫.২.১ নির্বাহী কমিটি বিশেষ প্রয়োজনে বার্ষিক সাধারণ সভা ব্যতীত কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করতে পারবে।

১৫.২.২ বিশেষ সাধারণ সভায় যে সব বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়া হবে তা সভার নোটিশের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

১৫.২.৩ বিশেষ সাধারণ সভায় নোটিশ, কোরাম ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১৫.১.২ ও ১৫.১.৩ অনুচ্ছেদের বিধান প্রযোজ্য হবে।

১৫.৩ নির্বাহী কমিটির সভা।

১৫.৩.১ নির্বাহী কমিটির সভা, সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে প্রজ্ঞাপিত সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হবে এবং সাধারণ সম্পাদক বা সভাপতি কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত কার্যাবলী সভায় নিষ্পন্ন হবে। তবে প্রতিমাসে কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হতে হবে।

১৫.৩.২ নির্বাহী কমিটির সভা ৭ (সাত) দিনের নোটিশ দিয়ে আহ্বান করতে হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে জরুরী ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করা যাবে।

১৫.৩.৩ নির্বাহী কমিটির সভায় কোরাম এর জন্য উক্ত কমিটির সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যকে সভায় উপস্থিত থাকতে হবে। সভার জন্য ধার্য সময়ের মধ্যে কোরাম না হলে সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণের পরামর্শক্রমে উক্ত সভা মুলতবী করবেন এবং পরবর্তী কোন দিনে এ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এরূপ মূলতবী সভায় কোরামের জন্য কমপক্ষে নির্বাহী কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে। নির্বাহী কমিটির সভায় সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হতে হবে।

১৫.৩.৪ যদি নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য সভাপতির পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে নির্বাহী কমিটির অথবা সাধারন পরিষদের কোন সভায় অনুপস্থিত থাকেন তবে তিনি তাঁর অনুপস্থিতির কারণ নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভাকে অবহিত করবেন।

১৫.৪ তলবী সভা ।

১৫.৪.১ সমিতির মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের অধিযাচন ক্রমে সাধারণ পরিষদের তলবী সভা আহ্বান করা যাবে। অধিযাচন লিখিত হতে হবে এবং এতে সভার আলোচ্যসূচীর বিষয় (এজেন্ডা) থাকতে হবে এবং সাধারণ সম্পাদকের বরাবর জারী করতে হবে। সাধারণ সম্পাদক তা প্রাপ্তির তারিখ হতে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে উক্ত তলবী সভা আহ্বান করবেন। যদি তিনি তা না করেন, তা হলে অধিযাচকগণ উক্ত সভা আহ্বান করতে পারবেন এবং তৎপূর্বে সভার সময়, স্থান ও আলোচ্যসূচীর বিষয় সম্বলিত নোটিশ জারী করবেন। উক্ত নোটিশ সভার জন্য ধার্য তারিখের কমপক্ষে ১৪ (চৌদ্দ) দিন পূর্বে জারী করতে হবে এবং নোটিশের কপি সদস্যগণের মধ্যে বিতরণ করতে হবে এবং এর একটি কপি সমিতির কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টাংগিয়ে দিতে হবে।

১৫.৪.২ সাধারণ পরিষদের কোন তলবী সভায় কোরাম হওয়ার জন্য সমিতির সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের উপস্থিত থাকতে হবে।

১৫.৪.৩ যদি কোন তলবী সভার জন্য ধার্য সময়ের ৩০ (ত্রিশ) মিনিটের মধ্যে কোরাম না হয়, তা হলে অধিযাচন ব্যর্থ হবে এবং উক্ত অধিযাচন অনুযায়ী কোন সভা অনুষ্ঠিত হবে না ।

১৫.৪.৪ সাধারণ পরিষদের কোন তলবী সভায় সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত উপস্থিত সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক গৃহীত হতে হবে।

১৬.০ সভার সভাপতিত্ব, কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করণ ।

১৬.১ সভাপতি বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা, নির্বাহী কমিটির সভা ও তলবী সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি এবং তাঁদের উভয়ের অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি এবং তাঁদের সকলের অনুপস্থিতি বা অস্বীকৃতি অথবা অপারগতার ক্ষেত্রে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক তাঁদের মধ্য হতে নির্বাচিত/মনোনীত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করবেন ।

১৬.২ অনুচ্ছেদ ১৫.১.৩, ১৫.২.৩ এবং ১৫.৩.৩ সাপেক্ষে সাধারণ পরিষদের ও নির্বাহী কমিটির সকল সভায় ভোটে দেয়া প্রস্তাব উপস্থিত ভোটদানে যোগ্য সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের হস্ত উত্তোলন বা ব্যালটের দ্বারা অনুমোদিত হবে।

১৬.৩ সভার সভাপতির একটি নির্ণায়ক ভোট থাকবে, যা তিনি "টাই" হওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবেন। ব্যালট ভোটের ক্ষেত্রে "টাই" হলে "টস"

করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে ।

১৬.৪ সাধারণ সম্পাদক, বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা, নির্বাহী কমিটির সভা ও তলবী সভার (যদি উপস্থিত থাকেন) কার্যধারা লিপিবদ্ধ করবেন এবং তদনুযায়ী কার্যবিবরণী প্রস্তুত করবার পর এতে নিজে স্বাক্ষর করবেন এবং অতঃপর সভার সভাপতির স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন। প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করবেন এবং পরবর্তী সভায় তা অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদনের পর তা অনধিক ১০ (দশ) দিনের মধ্যে সদস্যদের মতামতের জন্য তাদের মাঝে বিতরণ করতে হবে।

১৭.০ সভার নোটিশ।

১৭.১ সভার সকল নোটিশ সংশ্লিষ্ট সভার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে জারী করতে হবে। এতে সভার তারিখ, সময়, স্থান এবং আলোচ্যসূচী উল্লেখ থাকবে এবং এর কপি সংশ্লিষ্ট পরিষদের/কমিটির সদস্যগণকে, সদস্য রেজিষ্ট্রি বইতে সদস্যের যে ঠিকানা লিপিবদ্ধ আছে সে ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।

১৭.২ নির্বাহী কমিটির সভার নোটিশের সঙ্গে পূর্ববর্তী সভার খসড়া কার্যবিবরণী ও মাসিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংযুক্ত করতে হবে এবং সাধারণ সভার নোটিশের সঙ্গে পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী, নির্বাহী কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদন, কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব, চলমান বছরের সম্পূরক বাজেট (যদি থাকে) এবং পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত বাজেট সংযুক্ত করতে হবে।

১৮.০ সমিতির তহবিল।

১৮.১ উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর ৪ এর একটি তহবিল থাকবে যা সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং তৎক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ-কল্পে সংগঠিত হবে।

১৮.২ এই তহবিলে নিম্নবর্ণিত হিসাব খাত সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে:-

১৮.২.১ সদস্যভুক্তি ফি ও সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা।

১৮.২.২ সদস্যদের অন্যান্য চাঁদা, উপহার এবং অনুদান ।

১৮.২.৩ মাসিক সার্ভিস চার্জ ।

১৮.২.৪ সমিতি কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য অর্থ ।

১৮.৩ সমিতির অর্থ বৎসর ১লা নভেম্বর হতে পরবর্তী বছরের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত হবে।

১৮.৪ নির্বাহী কমিটি নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কিত যথাযথ হিসাব বহি রক্ষণাবেক্ষণ করবে:-

১৮.৪.১ সমিতির পরিসম্পদ ও দায়সমূহ (Assets & Liabilities)

১৮.৪.২ বিভিন্ন খাতে প্রাপ্ত অর্থ এবং সমিতি কর্তৃক বিভিন্ন কাজে ব্যয়িত অর্থের হিসাব।

১৮.৪.৩ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাতে যাবতীয় প্রাপ্ত অর্থ ও ব্যয়িত অর্থের হিসাব।

১৮.৫ কোষাধ্যক্ষ সমিতির দৈনন্দিন খরচ মিটানোর জন্য ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা নগদ রেখে অতিরিক্ত অর্থ সমিতির ব্যাংক হিসাবে জমা রাখবেন ।

১৮.৬ নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে সমিতির আশু প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ আমানত হিসাবে ব্যাংকে জমা রাখা যাবে।

১৮.৭ সমিতির ব্যাংক হিসাব সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের মধ্যে যেকোন দু-জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

১৮.৮ বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হলে, সমিতি কর্তৃক প্রদেয় দশ হাজার টাকার অধিক পরিমানের অর্থ 'ক্রস চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

১৮.৯ সমিতির যাবতীয় মাসিক প্রাপ্তি-পরিশোধের হিসাব প্রতিমাসে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য পরবর্তী মাসিক সভায় পেশ করতে হবে।

১৮.১০ সমিতির অর্থ বৎসরের প্রাপ্তি-পরিশোধ,আয়-ব্যয় ও স্থিতিপত্র নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে এবং তা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত পেশাদার চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্ম অথবা সরকার অনুমোদিত এক বা একাধিক নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষা করাতে হবে। নিরীক্ষিত হিসাবের বিবরণের অনুলিপি সমূহ সাধারণ সম্পাদকের নিকট দাখিল করতে হবে এবং তা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হওয়ার পর বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

১৯.০ বাজেট।

১৯.১ নির্বাহী কমিটি চলমান বছরের সম্পূরক বাজেট (যদি থাকে) এবং পরবর্তী হিসাব বছরের বাজেট বিবরণী তৈরী করবে। বাজেট বিবরণীতে সমিতির পরবর্তী অর্থ বছরের অনুমিত খাতওয়ারী প্রাপ্তি-পরিশোধ দেখাতে হবে এবং তা সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।

১৯.২ প্রকৃত খরচ বাজেটে অনুমোদিত ব্যয় হতে ১০% (দশ শতাংশ) এর অতিরিক্ত না হলে নির্বাহী কমিটি তা অনুমোদন করতে পারবে, তাবে এ ব্যয় বৃদ্ধির কারণ সম্বলিত বিবৃতি পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার বিবেচনার জন্য পেশ করতে হবে ।

২০.০ সমিতির প্রতিনিধিত্ব।

যে ক্ষেত্রে সমিতির প্রতিনিধিত্ব, সরকার কর্তৃক আহুত কোন ফোরামসহ অন্য কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় হয়, সেক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মনোনীত সদস্য বা সদস্যগণ ঐ সংস্থা বা কর্তৃপক্ষে সমিতির প্রতিনিধিত্ব করবেন, তবে শর্ত থাকে যে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত ব্যতীত সমিতির কোন প্রতিনিধিত্ব করা যাবে না।

২১.০ নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা।

২১.১ সভাপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা:-

সভাপতি সমিতির প্রধান থাকবেন এবং এ গঠনতন্ত্রের অন্যান্য বিধানে বিধৃত দায়িত্ব ছাড়াও নিম্নবর্ণিত দায়িত্বসম্পন্ন ও ক্ষমতাবান হবেন;

২১.১.১ সমিতির কার্যাবলীর পথনির্দেশ দান ও তদারক করা।

২১.১.২ গঠনতন্ত্রে অন্যরূপ কোন বিধান করা না হলে সমিতির সকল সভায় সভাপতিত্ব করা।

২১.১.৩ গঠনতন্ত্রের কোন বিধানের অথবা তদধীনে প্রণীত কোন বিধি বা উপবিধির (যদি থাকে) ব্যাখ্যা দান করা ।

২১.১.৪ কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে কোন জরুরী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

২১.১.৫ প্রয়োজনবোধে সময়ে সময়ে তহবিলের হিসাবপত্র এবং তহবিলের অবস্থা পরীক্ষা করা ।

২১.১.৬ ভোটের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য কোন বিষয়ে উভয় পক্ষে সমসংখ্যক ভোট প্রদত্ত হলে একটি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করা।

২১.১.৭ সমিতির মুখপাত্র হিসাবে সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বা অন্যরূপ বিবৃতি জারী করা।

২১.১.৮ জরুরী প্রয়োজনে ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ ব্যয়/ বরাদ্দ করা।

২১.১.৯ সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক অথচ গঠনতন্ত্র পরিপন্থী নয় এইরূপ অন্যান্য হিতকর কাজকর্ম বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

২১.২ সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা:-

২১.২.১ সভাপতির অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি এবং তাঁদের উভয়ের অনুপস্থিতে সহ-সভাপতি, সভাপতির ক্ষমতাবলী ও দায়িত্বসমূহ প্রয়োগ ও পালন করবেন।

২১.২.২ সভাপতি/নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।

২১.২.৩ সভাপতিকে সকল কাজে সহায়তা প্রদান করা ।

২১.৩ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা:-

সাধারণ সম্পাদক সমিতির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং গঠনতন্ত্রের অন্যান্য বিধানে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন ছাড়াও নিম্নবর্ণিত দায়িত্বসমূহ পালন করবেন;

২১.৩.১ নির্বাহী কমিটির নির্দেশ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সাপেক্ষে সমিতির কার্যাবলী পরিচালনা এবং নির্বাহী কমিটি ও বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন ।

২১.৩.২ নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সমিতির কর্মচারীদের নিয়োগ, বরখাস্ত ও বেতন নির্ধারণ ইত্যাদি সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন ।

২১.৩.৩ হিসাব বহি সমূহ এবং অফিসের নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ, সমিতির দৈনন্দিন কাজকর্মের ব্যাপারে পত্রাদি আদান-প্রদান এবং সমিতির সদস্যদের হালনাগাদ সংশোধিত তালিকা সংরক্ষণ করা।

২১.৩.৪ নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সহকারে সমিতির কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা ।

২১.৩.৫ গঠনতন্ত্রের কোন বিধানে অন্যরূপ বিধান না থাকলে সভাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে নির্বাহী কমিটির সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা ও তলবী সভা আহ্বান করা এবং এরূপ সকল সভার কার্যবিবরণী প্রণয়ন করা।

২১.৩.৬ স্ববিবেচনাধীনে অনধিক ৩ (তিন) হাজার টাকা খরচ করা এবং সমিতির পক্ষে ক্ষমতাবলী ও অন্যান্য বৈধ কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা ।

২১.৩.৭ অনুচ্ছেদ ২০.০ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে এবং সভাপতির অনুমোদনক্রমে কোন আদালত, সরকারী অফিস বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ সমীপে সমিতির প্রতিনিধিত্ব করা।

২১.৩.৮ সমিতির সকল সম্পত্তির যথাযথ দলিলপত্র, রেকর্ড ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ করা।

২১.৩.৯ নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে হিতকর ও সুবিধাজনক হতে পারে এরূপ কাজ কর্ম বা ব্যবস্থাদি সম্পাদন করা।

২১.৩.১০ সভাপতির পূর্ব অনুমোদনক্রমে স্বীয় বিবেচনায় তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাদির দায়িত্ব সাময়িকভাবে যে কোন একজন সহ-সম্পাদক অথবা উভয় সহ-সম্পাদককে অর্পণ/বন্টন করা।

২১.৩.১১ অসুস্থতা বা কর্ম সম্পাদনে অক্ষমতা অথবা অন্য কোন কারণজনিত অনুপস্থিতিকালে ১৮.৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমিতির ব্যাংক হিসাব পরিচালনা ছাড়া সাধারণ সম্পাদকের অন্যান্য দায়িত্ব সাময়িকভাবে যে কোন একজন সহ-সম্পাদক অথবা উভয় সহ-সম্পাদককে অর্পণ/ বন্টন করা যাবে।

২১.৩.১২ সভাপতিকে সকল কাজে সহযোগিতা করা এবং সভাপতি/নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত বিশেষ দায়িত্ব পালন করা।

২১.৪ কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব ও ক্ষমতা:-

সমিতির তহবিলের তত্ত্বাবধায়ক থাকবেন এবং নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা পালন করবেন;

২১.৪.১ সমিতির পক্ষে চাঁদা, ফি, সার্ভিস চার্জসহ সকল প্রকার অর্থাদি গ্রহণ করা ।

২১.৪.২ সমিতির হিসাবপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা ।

২১.৪.৩ চাঁদা, ফি, সার্ভিস চার্জ, ইত্যাদি অর্থ খেলাফীদের তালিকা প্রণয়ন এবং তা সাধারণ সম্পাদকের নিকট উপস্থাপন করা ।

২১.৪.৪ মাসিক হিসাব বিবরণ পরবর্তী মাসে নির্বাহী কমিটির সভায় পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা ।

২১.৪.৫ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভা/নির্বাহী কমিটির সভায় খসড়া বাজেট বিবরণী উপস্থাপন করা।

২১.৪.৬ বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিবেদনসহ সমিতির নিরীক্ষিত হিসাব উপস্থাপন করা।

২১.৪.৭ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাজে সহায়তা করা। সভাপতি/নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত বিশেষ দায়িত্ব পালন করা।

২১.৫ সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা:-

সমিতির তহবিলের তত্ত্বাবধায়ক থাকবেন এবং নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা পালন করবেন;

২১.৫.১ নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তানুযায়ী সমিতির কার্যক্রম জোরদার করা এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও পরিকল্পনা তৈরী ও

বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করা ।

২১.৫.২ সাধারণ সম্পাদক/কোষাধ্যক্ষের অনুপস্থিতে সাধারণ সম্পাদক/কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করা ।

২১.৫.৩ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করা।

২১.৫.৪ সভাপতি/নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত বিশেষ দায়িত্ব পালন করা।

২১.৬ নির্বাহী সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা:-

২১.৬.১ সমিতির সকল সভায় উপস্থিত থেকে কার্যক্রমে অংশগ্রহন ও সহায়তা করা।

২১.৬.২ সভাপতি/ নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করা ।

২১.৬.২ সমিতির বিষয়াবলী সংক্রান্ত সে সকল দায়িত্ব পালন করা যা তাদের উপনির্বাহী কমিটি কর্তৃক ন্যস্ত করা হবে।

২২.০ সদস্যের অধিকার ।

২২.১ সমিতির সদস্য বিনামূল্যে অথবা সমিতি কর্তৃক ধার্যকৃত মূল্য প্রদান করে, সমিতির গঠনতন্ত্র, সকল পুস্তক-পুস্তিকা, পত্রিকা ইত্যাদি উপকরণ লাভের অধিকারী হবেন।

২২.২ গঠনতন্ত্রে অন্যরূপ স্পষ্ট বিধান না থাকলে, প্রত্যেক সদস্য সাধারণ পরিষদের সভায় যোগদান করার, নির্বাহী কমিটির নির্বাচনে স্বয়ং ভোট দান করার অধিকারী হবেন এবং নির্বাহী কমিটি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য হবেন।

২২.৩ প্রত্যেক সদস্য গঠনতন্ত্রের এবং তদোধীনে প্রণীত বিধি, প্রবিধি বা প্রনিয়ম সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করার অধিকারী হবেন এবং তার প্রস্তাব সাধারণ বা বার্ষিক সভার কার্যসূচীতে অর্ন্তভুক্তির জন্য প্রেরণ করতে পারবেন ।

২২.৪ সমিতির কর্মকান্ড সম্পর্কে সাধারণ সভায় বক্তব্য প্রদান, গঠনমূলক সমালোচনা ও সুপারিশ পেশ করতে পারবেন।

২৩.০ গঠনতন্ত্রের সংশোধন।

২৩.১ গঠনতন্ত্রের যে কোন বিধান, বার্ষিক অথবা বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবের দ্বারা সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন অথবা বাতিল করে সংশোধন করা যাবে।

২৩.২ গঠনতন্ত্র সংশোধনের কোন প্রস্তাব সমিতির দুই বা ততোধিক সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে বার্ষিক অথবা বিশেষ সাধারণ সভায় পেশ করার জন্য উক্ত সভা

অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের নিকট পৌছাতে হবে।

২৩.৩ সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রাপ্ত প্রস্তাব নির্বাহী কমিটির বিবেচনার ও মতামতের জন্য অবশ্যই পেশ করতে হবে এবং তা নির্বাহী কমিটির সুপারিশসহ পরবর্তী বার্ষিক/ বিশেষ সাধারণ সভায় (যেটি আগে হবে) বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

২৩.৪ গঠনতন্ত্রের কোন সংশোধন সমিতির মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য দ্বারা অনুমোদিত না হলে কার্যকরভাবে গৃহীত হবে না ।

২৩.৫ গঠনতন্ত্রের সকল সংশোধনী প্রস্তাব বার্ষিক/বিশেষ সাধারণ সভায় অনুমোদিত হবার পর তা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের সমীপে পেশ করতে হবে এবং নিবন্ধন কর্তৃক সংশোধনী অনুমোদিত হবার পর তা কার্যকর হবে ।

২৪.০ বিধি-উপবিধি।

নির্বাহী কমিটি গঠনতন্ত্রের বিধৃত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় বিধি এবং উপ-বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সম্পন্ন হবে। তবে তা কোনভাবে গঠনতন্ত্রের কোন অনুচ্ছেদের পরিপন্থী হবে না এবং প্রণীত বিধি এবং উপ-বিধি সমিতির বার্ষিক অথবা বিশেষ সাধারণ সভায় অনুমোদিত হতে হবে।

২৫.০ সমিতির পতাকা ও প্রতীক ।

২৫.১ সমিতির পতাকা হচ্ছে সাদা ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে স্থাপিত সমিতির প্রতীক। পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ৩:২ ।পতাকার মধ্যস্থ প্রতীকের বহিস্থ বৃত্তের ব্যাসার্ধের চেয়ে এক পঞ্চমাংশ কম।

২৫.২ সমিতির প্রতীক হচ্ছে একটি অফ-হোয়াইট (ক্রিম) বর্ণের মাঝে নীলাভ বর্ণের ভরাট বৃত্ত (অন্তস্থ বৃত্ত) যার ব্যাসার্ধ বহিস্থ বৃত্তের ব্যাসার্ধের চেয়ে এক পঞ্চমাংশ কম। বহিস্থ বৃত্তের শীর্ষ অংশে "উত্তরা কল্যাণ সমিতি" এবং নিম্নাংশে "সেক্টর ৪" লিখিত; এর উভয় পার্শ্বে মাঝ বরাবর তিনটি করে নীলাভ বর্ণে খচিত তারকা। অন্তস্থ বৃত্তে কৌণিকভাবে সাদা বর্ণের দুটি বাহু (দেখতে অনেকটা ঘড়ির কাঁটার মত)যা বৃত্তের ক্ষেত্রকে চারটি সমান খন্ডে বিভক্ত করে এবং প্রত্যেক খন্ডের মাঝে সাদা বর্ণের একটি করে তারকা যেগুলো সেক্টর ৪ নির্দেশ করে।

২৬.০ সমিতির সংবিধান রতিকরণ ও হেফাজত।

এই গঠনতন্ত্র সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ও কার্যকর তারিখ থেকে ১৯৯১ সনে প্রণীত

সমিতির সংবিধান বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে উক্ত সংবিধান বাতিল হওয়া সত্ত্বেও এ গঠনতন্ত্রের কোন বিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ অথবা পরিপন্থী না হলে উক্ত সংবিধানের অধীনে সম্পাদিত সকল কর্মকান্ড, গৃহীত সকল ব্যবস্থা/কার্যক্রম, প্রণীত সকল বিধি-বিধান, মঞ্জুরকৃত সদস্যপদ, সুযোগ- সুবিধা, অর্থ, দান-অনুদান, ইত্যাদি এ গঠণতন্ত্রের অধীনে সম্পাদিত, গৃহীত, প্রণীত, মঞ্জুরকৃত বলে গণ্য হবে এবং এই গঠণতন্ত্রের বিধানাবলী সাপেক্ষে কার্যকর থাকবে অথবা এই গঠনতন্ত্রে বিধৃত পদ্ধতিতে স্থগিত, রহিত বা বাতিল করা যাবে।

২৭.০ সমিতির বিলুপ্তি ।

২৭.১ যদি কোন সময় কোন বিশেষ সাধারণ সভায় সমিতির কর্মকান্ড অবসানকল্পে কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রে সমিতির দায় পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদ (যদি থাকে) কোন বদান্য/জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে দান করা যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, এরূপ কোন সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সমিতির মোট সদস্য সংখ্যার ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) ভোটে অনুমোদিত না হলে তা কার্যকরভাবে গৃহীত হবে না ।

২৭.২ সমিতির বিলুপ্তির বিষয়ে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

* সমাপ্ত *

প্রত্যায়ন: সমিতির এই গঠনতন্ত্র (১১ পৃষ্ঠায় ১৭ অনুচ্ছেদ ১০টি উপ-অনুচ্ছেদ সম্বলিত) .....তারিখে অনুষ্ঠিত সমিতির বার্ষিক/বিশেষ সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়েছে।

সুলতান আহম্মেদ এফসিএ
সভাপতি
মোবাঃ ০১৯১২১২৯৪৬২

এড.এম. এ রব
সাধারণ সম্পাদক
মোবাঃ ০১৭১০-৮৬৭১৭৯

প্রথম সংশোধনী ঃ ২০১২ সালের অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক
উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

তারিখ: ২৫-১১-২০১২

প্রিয় সভাপতি,

বিষয়: উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪ এর সংবিধানের কতিপয় বিধানাবলীর সংশোধনী প্রস্তাব।

শুভেচ্ছা ও অভিবাদন গ্রহন করুন।

উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪ এর সংবিধানের কতিপয় বিধানবলীর সংশোধনী প্রস্তাব ডিসেম্বর ২০১২ এ অনুষ্ঠিতব্য সমিতির সাধারণ সভায় উপস্থাপন ও বিবেচনার জন্য গঠনতন্ত্রের ২৩.২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আপনার সমীপে পেশ করা হলো।

১	২	৩	৪
সমিতির সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ	উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪ বর্তমান অনুসৃত সংবিধানের প্রস্তাবিত সংশোধনী - সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ও ধারা সমূহের বর্ণনা।	বিদ্যমান বিধানাবলীর পরিবর্তে প্রতিস্থাপন/ সংযোজনের জন্য প্রস্তাবিত সংশোধনী সমূহ	সংশোধনীর উদ্দেশ্য ও কারণ
৩.১৮	"সদস্য" অর্থ সমিতির সাধারণ সদস্য।	"সদস্য" অর্থ সমিতির সাধারণ সদস্য ও সহযোগী সদস্য।	৫.১ অনুচ্ছেদের প্রস্তাবিত সংশোধনীর সংগে সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্তে।
৩.১৯	"সদস্যপদ" অর্থ সমিতির সাধারণ সদস্যপদ ।	"সদস্যপদ" অর্থ সমিতির সাধারণ সদস্যপদ ও সহযোগী সদস্যপদ।	৫.১ অনুচ্ছেদের প্রস্তাবিত সংশোধনীর সংগে সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্তে।
৫.১	এই গঠনতন্ত্রের বিধানাবলী সাপেক্ষে সেক্টরের প্রতিটি প্লট, বাড়ি/ফ্ল্যাটের বৈধ মালিক বা ক্ষেত্র বিশেষে (যেমন স্থায়ীভাবে বিদেশে অবস্থান, পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী, ইত্যাদি) তার বৈধ উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে আইনানুগভাবে মনোনীত প্রতিনিধি সমিতির সদস্য হবার যোগ্য হবেন।	৫.১ অনুচ্ছেদের পর নিম্নোক্ত বিধানাবলী সম্বলিত উপ-অনুচ্ছেদ সমূহ সংযোজনের প্রস্তাব: ৫.১.১ এই গঠনতন্ত্রের বিধানাবলী সাপেক্ষে সেক্টরের প্রতিটি প্লট, বাড়ি/ফ্ল্যাটের বৈধ মালিকগণের বয়োপ্রাপ্ত সকল সন্তান-সন্ততী সমিতির সহযোগী সদস্যপদ লাভের যোগ্য হবেন।	ক-পারস্পরিক সহানুভূতি, সম্প্রীতি ও আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলা ও বজায় রাখা উত্তরা কল্যাণ সমিতি-৪ অন্যতম সমিতির লক্ষ্য সমূহ । সহানুভূতি, সম্প্রীতি ও আত্মিক সম্পর্ক নিবিড় ভাবে গড়ে তুলতে না পারলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সমাজ থেকে চিরতরে বিদায় নেবে।

		৫.১.২ সহযোগী সদস্যগণ সমিতির নির্বাহী কমিটির নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না, তবে সমিতির গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী সাপেক্ষে নির্বাচনেভোট প্রদানে যোগ্য হবেন।	খ-আমাদের ছেলেমেয়েরা ধীরে ধীরে সেক্টরের সংগে সংশ্লিষ্টতা হারিয়ে ফেলছে। শুধু তাই নয়,সেক্টরের প্রতি মমত্ববোধও তারা হারিয়ে ফেলছে দিনে দিনে। এহেন অবস্থা আমাদের কারোরই কাম্য নয় বা হতে পারে না। গ- আমাদের সন্তান-সন্ততিদের সহযোগী সদস্যপদ প্রদান করা হলে তারা সমিতির সংগে তথা সেক্টরের সংগে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হবে, সেক্টরকে নিয়ে, সেক্টরের মংগল নিয়ে তারা ভাববে বা ভাবতে শিখবে। সেক্টরে বসবাসকারী আমাদের সকলেরই এটি একান্ত কাম্য।
৬.১	সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনারূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলে একজন সাধারণ সদস্য সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক চাঁদা প্রতি বছর সর্বশেষ ৩১ অক্টোবর তারিখের মধ্যে পরিশোধ করবেন।	সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনারূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলে একজন সাধারণ সদস্য সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক চাঁদা প্রতি বছর সর্বশেষ ৩১ অক্টোবর তারিখের মধ্যে পরিশোধ করবেন।	৫.১ অনুচ্ছেদের প্রস্তাবিত সংশোধনীর সংগে সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্তে।
৬.৩	এলাকার নিরাপত্তা, পরিবেশ নির্মল ও পরিচ্ছন্ন রাখা, মশক নিধন, ইত্যাদির ব্যয় বহনকল্পে সমিতি কর্তৃক সময়ে সময়ে ধার্যকৃত মাসিক সার্ভিস চার্জ সকল সদস্য ও সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তি নিয়মিত পরিশোধ করবেন।	এলাকার নিরাপত্তা, পরিবেশ নির্মল ও পরিচ্ছন্ন রাখা, মশক নিধন, ইত্যাদির ব্যয় বহনকল্পে সমিতি কর্তৃক সময়ে সময়ে ধার্যকৃত মাসিক সার্ভিস চার্জ সকল সদস্য ও সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তি নিয়মিত পরিশোধ করবেন। তবে সহযোগী সদস্যদেরকে মাসিক কোন সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে না।	৫.১ অনুচ্ছেদের প্রস্তাবিত সংশোধনীর সংগে সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্তে।

৯.১	নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা এবং নির্বাহী সদস্য সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। কোন সদস্য নির্বাহী কমিটির নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না, যদি তিনি :-	অনুচ্ছেদ ৯.১ এর অধীনে নিম্নোক্ত উপ-অনুচ্ছেদটি সংযোজনের প্রস্তাব: ৯.১.৪ সহযোগী সদস্যগণ সমিতির নির্বাহী কমিটির নির্বাচনের অংশ গ্রহন করতে পারবেন না।	৫.১ অনুচ্ছেদের প্রস্তাবিত সংশোধনীর সংগে সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্তে।
১০.১	সমিতির সকল সদস্য ভোটদানের যোগ্য হবেন যদি তিনি :-	অনুচ্ছেদ ১০.১ এর অধীনে নিম্নোক্ত উপ-অনুচ্ছেদটি সংযোজনের প্রস্তাব: ১০.১.৪ সহযোগী সদস্যকে নিরাপত্তা ও পরিবেশ-পরিচ্ছন্ন বাবদ কোন সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে না।	৫.১ অনুচ্ছেদের প্রস্তাবিত সংশোধনীর সংগে সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্তে।

এম এ ওয়াহেদ
সদস্য নং ২৬১
বাড়ী - ৯, সড়ক- ১৭, সেক্টর - ৪
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

শেখ গোলাম মোস্তফা
সদস্য নং ৩১০
বাড়ী - ১২, সড়ক - ৫, সেক্টর - ৪
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

দ্বিতীয় সংশোধনী ঃ ২০১৯ সালের অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ সাধারণ সভায় অনুমোদিত

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা নং	অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের সংশোধনের পূর্ববর্তী পাঠ	সংশোধনের পরবর্তী পাঠ
৮.২	৩/১০	দুই বছর মেয়াদী নির্বাহী কমিটির কার্যকাল ১ জানুয়ারী হতে পরবর্তী বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হবে। যদি ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে যে উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোন বিশেষ কারণ বশতঃনির্ধারিত/ ঘোষিত সময়ে পরবর্তী মেয়াদের নির্বাহী কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না, তা হলে বর্তমান নির্বাহী কমিটির মেয়াদের মধ্যে একটি বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করে বর্তমান নির্বাহী কমিটি অথবা একটি এডহক কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত সমিতির কর্মকান্ড পরিচালনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। তবে নির্বাহী কমিটির মেয়াদ উর্ত্তীনের অথবা এডহক কমিটি গঠনের ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন অবশ্যই পরবর্তী মেয়াদের নির্বাহী কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে।	কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যকাল হবে তিন বছর। ০১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর প্রাধান্য দিয়ে কার্য বৎসর গণনা করতে হবে। অনুচ্ছেদের বাকি অংশ অপরিবর্তিত থাকবে।
২.১	১/১০	এই সমিতি "উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪" নামে অভিহিত হবে।	এই সমিতি "উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি" নামে অভিহিত হবে।
	১/১০	**"সমিতি"** অর্থাৎ উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪	"সোসাইটি" অর্থাৎ উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

মেজর আনিছুর রহমান (অবঃ)
সভাপতি
উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪

কামাল হোসেন
সাধারণ সম্পাদক
উত্তরা কল্যাণ সমিতি সেক্টর-৪